16

আজকের কাগজ

তারিখ 02 SEP 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

হা শিক্ষা! হা পরীক্ষা!

মাত্র দু'প্রস্থ দুঃসংবাদ দিয়ে শুরু করা যাক। এ থেকেই আন্দাজ করা যাবে আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে কী ভয়াবহ নৈরাজ্য বিরাজ করছে। দু'হাজার সালে সবার জন্যে শিক্ষা' স্লোগানটি যে নিছকই আত্মপ্রবঞ্চনার সামিল সেটিও পরিষ্কার হবে বৈকি। দু'হাজার সাল আসতে আর মাত্র ছ'বছর বাকি। এর মধ্যে সবাইকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রে টেনে আনা বক্তৃতায় সহজ, কাজে কঠিন। খুব কড়া ভাষায় বলতে গেলে, এই ভালো লাগা স্লোগানটি এক ধরনের তর্জন গর্জন বৈ কিছু নয়। কথাটি প্রমাণ করার জন্যে অজস্র মন্দ খবর থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত মাত্র দু'টি খবর বেছে নেয়া হলো।

প্রথম সংবাদটি হচ্ছে, চট্টগ্রামে এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবার আগেই বাজারে এসএসসি'র খাতা এসে গেছে। ক'দিন আগে নগরীর বহদ্দার হাটের একটি দোকান থেকে ৩০ মার্চ অনুষ্ঠিত ভূগোল পরীক্ষার একটি খাতা পাওয়া গেছে। সব্জি বিক্রি করে এই খাতা মুড়িয়ে দিয়েছে দোকানদার। দ্বিতীয় সংবাদটি সমান মারাত্মক। কুমিল্লা বোর্ডের এ বছরের ঘটনা। সেখানে কয়েক হাজার এসএসসি পরীক্ষার্থীর ফলাফল স্থগিত থাকছে। এর কারণ এতো বেশি অসততায় পূর্ণ যে, তথ্য বলে রক্ষা, নইলে অশ্লীল মনে হতো। তা হচ্ছে-, কুমিল্লা বোর্ড কর্তৃপক্ষ হাজার হাজার পরীক্ষার্থীর দ্বৈত রেজিস্ট্রেশন করেছেন। অর্থাৎ একই রেজিস্ট্রেশন নম্বর একাধিক ছাত্রের বেলায় রেকর্ডভুক্ত করা হয়েছে। এই ভৌতিক বিচ্যুতি ঘটার পর অবশ্য বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দফতর থেকে সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে চিঠি দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা যেনো ভুলত্রুটির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে দফতরে যোগাযোগ করেন। গত ২৩ আগস্টের নির্ধারিত তারিখে তারা গিয়েছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোন বিহিত করতে পারেননি। এরই মধ্যে আবার কেঁচো খুড়তে গিয়ে একই গর্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে আরেক সাপ। জানা গেছে, এই দ্বৈত রেজিস্টেশন নম্বর নিয়েই গতবার দু'জন ছাত্রের ফল বেড়িয়েছিলো। এটাই বা সম্ভব কিভাবে? শিক্ষকরা প্রশ্ন তুলেছেন, ছাত্র-অভিভাবকরা নিরূপায় ক্ষেভে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।

ইতিপূর্বে এবারের এসএসসি পরীক্ষা নিয়ে অনিয়ম, অব্যবস্থাপনার ঢের ফিরিস্তি প্রকাশ পেয়েছে পত্রিকায়। বোর্ড কর্তৃপক্ষও কম যান না। নানা অজুহাত তুলে দোষ স্খলনের প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু পরীক্ষার খাতা যখন কাঁচা বাজারের দোকানদারের কাছ থেকে পাওয়া গেলো এবং হাজার হাজার ছাত্রকে দ্বৈত রেজিস্ট্রেশন নম্বর দেয়ার অনাচার প্রকাশ পেলো তখন কর্তৃপক্ষের চালাকি করার আর কিছুই থাকলো না। না, তারা ঠেকেও শেখেননি, দেখেও না।

কাজেই দু'হাজার সালে শিক্ষা উন্নয়নের যে সুবিশাল প্রাপ্তীযোগের আশা প্রদান করা হচ্ছে বা দেশবাসী আশান্বিত হচ্ছেন তা সংশয়-সন্দেহের কাঁটায় প্রায় জর্জরিত হওয়ার অবস্থা। কেননা, ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়া তো ছেলের হাতের মোয়া নয়। এ জন্যে একটি সুশৃংখল শিক্ষানীতি ছাড়াও দরকার সর্বোচ্চ স্তর থেকে নিম্নতম স্তর পর্যন্ত সুস্থিত পরিবেশ ও পদ্ধতি। সেটি যে নেই তা প্রমাণ করার জন্যে চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিস্তর দৃষ্টান্ত।

কেন হচ্ছে এসব? 'কার গোয়াল কে দেয় ধোঁয়া' বলে আর কতোকাল গোয়ালটা তো দেশবাসীর। আর ধোঁয়া দেয়ার জন্যে তারাই টাকাকড়ির যোগান দিচ্ছেন। কাজেই ওসব হেয়ালি কথা দিয়ে সমস্যাকে পাশ কাটানো যাচ্ছে না আর। বিভিন্ন সূত্র জানিয়েছে, বোর্ডের একশ্রেণীর অসাধু কর্মচারি এসব করছে। অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, এর সঙ্গে রাঘব বোয়ালরাও আছেন। নইলে এ দেশে নগদ টাকায় পরীক্ষার সনদ, ভূয়া মার্কশীট, ভূয়া ভর্তির সুযোগ মেলে কি করে! আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপরেও এ নিয়ে অভিযোগ আছে। শিক্ষামন্ত্রী ও দায় এড়াতে পারবেন বলে মনে হয় না।

যাই হোক, পরীক্ষা তথা শিক্ষা ক্ষেত্রে এই ঘোর নৈরাজ্যকে আর ঘনীভূত হতে দেয়া যায় না। প্রয়োজনে খোল-নলচে সহ বদলে ফেলতে হবে। নইলে জাতিকে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াবার জন্যে তাকিয়ে থাকতে হবে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। সরকার অচিরেই এসব নৈরাজিক অবস্থার পরিবর্তন করবেন-এটাই কাম্য।